[12/3, 3:34 PM] Purnima Didi Bk: 11-12-17 TODAY'S MORNING BENGALI MURLI

১১-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকলেই মানুষ মাত্রেরই কল্যাণকারী। তোমাদেরকে অনেকেরই কল্যাণ করতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাসের সাথে-সাথে সেবা করাও জরুরী"

প্রশ্ন - কোন্ একটি কথায় বাবা "নাটকের অংশ" বলে চুপ করে যান ?

উত্তর - বাচ্চারা, যারা দীর্ঘদিন বাবার পালনা নেওয়ার পরও মায়ার বশীভূত হয়ে যায়, বিবাহ করে কোথায় - কোথায় চলে যায়, আশ্চর্য জনক ভাবে যখন পালিয়ে যায়, তখন বাবা "নাটকেরই অংশ" বলে চুপ করে যান। বাবা জানেন এর জন্য যজ্ঞও বিঘ্নিত হয়। বাবা উদ্বিগ্ন হন, বাচ্চারা কোথায় কার নাম বা রূপের ফাঁদে পা না দিয়ে ফেলে। মায়া সর্বদাই বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাই বাবা বিধান দেন, বাচ্চারা তোমরা মায়াকে ভয় পাবে না। বাবার স্মরণের দ্বারা জয়ী হতে হবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা জানে তারা বাবা এবং দাদার সামনে বসে আছে। সব কথাই নতুন এবং শ্রীমৎ এ একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। পরমপিতা শ্রীমৎ দেন বাবার শরীরের দ্বারা। ক্ষণে - ক্ষণেই সতর্ক বার্তা আসে 'মনমনাভব' অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এই দাদাকে স্মরণ করতে হবে না। দাদার আত্মাও এই বাবাকেই স্মরণ করে , তোমাদেরকেও তাই করতে হবে। তোমরা আত্মারা অশরীরী, এবং আমিও অশরীরী, কেবল এই শরীরের দ্বারা তোমাদেরকে পড়াই। এই বাবা কোনো সর্বশক্তিমান নন। সর্বশক্তিমান একমাত্র পরমপিতাই। যদিও তোমরা বিশ্বের মালিক হবে তবুও তোমাদের সর্বশক্তিমান বলা যাবে না। সর্বশক্তিমানের দ্বারা তোমরা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে পুনরায় নিজেদের রাজ্য পদ ফিরে পাও।পরমপিতার এই আদেশ ,তোমরা আমাকে স্মরণ কর। তোমরা এই সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের আদি, মধ্য ও অন্তের রহস্য জেনে গেছ। এখন তোমরা কত বুঝদার হয়েছো অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা অনেক উঁচু পদ পেয়ে থাকো। নর থেকে নারায়ণে রূপান্তরিত হও। এ হলো রাজযোগের পড়া। আগের কল্পেও তোমরা এই পড়া পড়েছো। এম ও অবজেক্ট সামনে দাঁড়িয়ে আছে,এরপর যে যতটা পুরুষার্থ করতে পারে। খুব পুরুষার্থ করতে হয় এবং করা সহজও। নিজ গৃহকে জানা এটা কোনো মুশকিল কাজ নয়। আমরা আত্মারা বিদেহী। শান্তিধামে থাকি। ওখানে মনের শান্তি ইত্যাদি বলবো না। মানের শান্তি, বাস্তবে এই শব্দগুলো বলাও ভুল। মন তো একটি ঘোড়া। যতক্ষণ আত্মা শরীরের সঙ্গে থাকবে, মন শান্ত হতে পারে না। কর্ম তো করতেই হবে। অল্পকালের শান্তি রাত্রে নিদ্রার সময় হয়। আত্মা যখন কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করতে - করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন আত্মা বিদেহী হয়ে যায়। আত্মা বলে, আমি নিদ্রাতুর, আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। তখন আত্মা বিদেহী হয়ে যায়। এখন পরমপিতাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। নিদ্রা গেলে কোনো বিকর্মের বিনাশ হবে না। এখন তো পরমপিতাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। যেই পুরুষার্থ খুব জরুরি। প্রতি মুহূর্তেই পিতা বলেন আমায় স্মরণ করো। যত সার্ভিস করবে, ততই নিজেরই প্রজা তৈরী করবে। প্রচুর - প্রচুর প্রজা তৈরী করতে হবে। অনেকের কল্যাণকারী হতে হবে। তোমরা মানুষ মাত্রেরই কল্যাণকারী। রাবণ রাজ্যে কেউই কারোর কল্যাণ করে না। মানুষ যখন দান -পুন্য করে,ভাবে আমরা ভালো কর্ম করছি। যেমন তোমরা বলো ,এই যুদ্ধে বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলে যায়। এটা একটা খুব ভালো যুদ্ধ। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন জ্ঞানী আত্মা হয়েছো। যাদের মধ্যে এখনো পাঁচ বিকার রয়েছে তারা দেবতা কি করে হতে পারে। নর থেকে নারায়ণে রূপান্তরের জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। বেহদের (অলৌকিকের) পুরুষার্থ করতে হবে। এইরকম উঁচু পদ পরমপিতা ছাড়া কেউই উপলব্ধ করাতে পারবে না] কেউই রাজযোগের শিক্ষা দিতে পারে না। তোমরা লক্ষী নারায়ণের বায়োগ্রাফি জানো। তাঁরা এই রাজ্য কিভাবে পেলেন ? কোথা থেকে পেলেন ? কাদের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে পেলেন ? তোমরা সকলকে বোঝাও ,আমরা এখন রাজযোগ শিখে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হতে চলেছি। স্বয়ং ঈশ্বর নর থেকে নারায়ণে রূপান্তরের শিক্ষা দেন। সেইজন্য বাচ্চারা, তোমাদের এই ঈশ্বরীয় নেশায় থাকা উচিত।

পরমপিতা বুঝিয়েছেন - এই ব্রাহ্মণ ধর্ম পরমপিতা পারামাত্মাই স্থাপন করেন। এখন এই ব্রাহ্মণ ধর্ম কোথায় হয়? সত্যযুগে হয় কি ? না, নিশ্চয় এখানেই হবে। প্রজাপিতাও এখানেই আছেন। পরমপিতাই ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করেছেন এবং ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীর রচনা করেছেন। স্বয়ং বলেছেন, আমি বহু জন্মের শেষে সাধারণ মানুষের দেহে প্রবেশ করি। তিনি নিজের জন্মের বিষয়ে জানেন না। তারা বলে ব্রহ্মাকে এখানে কেন রেখেছে ? প্রজাপিতার তো এখানে হওয়া উচিত। ভাবে সুক্ষলোকবাসী দেবতা এখানে কি করে থাকতে পারে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার ৮৪ জন্মের রহস্য পিতা বসে বোঝান।এটাই শেষ জন্ম, এই জন্মেই তাঁকে আসতেই হবে। যা আদিতে ছিলো সেটাই অন্তে হবে। এই সব রহস্য পিতাই বোঝান l এই ছবিটিও শিববাবা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে তৈরী করেছেন। বাবা নির্দেশ দিয়েছেন - কল্প ৫ হাজার বছরের - এটা প্রমান করে দেখাতে হবে। এই স্বর্গ ও নরকের ছবি পিতাই বানিয়েছেন। গীতাতে মোটেই লেখা নেই যে পরমপিতা পরমাত্মা এই শিক্ষা দিয়েছেন। দেখ, বোঝাতে কত পরিশ্রম লাগে। প্রতিদিন এই বোঝানো হয় যে আগের কল্পে যেই সময় বোঝানো হয়েছিলো,কল্প পরে সেই সময় এখনো বোঝানো হচ্ছে। আমি আত্মার মধ্যে যে ভূমিকা গাঁথা আছে সেটার পুনরাবৃত্তি হয়। তোমরা এটা তো বোঝো যে, এই সংসার পতিত সংসার। সকলেরই শেষ জন্ম। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে l না হলে সত্য যুগ থেকে দৈবী ধর্মের স্থাপনা কি ভাবে হবে l সত্যযুগেই আছে অদ্বৈত দেবী-দেবতা ধর্ম l এখন তোমাদের ব্রাহ্মণ ধর্ম। বিরাট রূপের রহস্যও বোঝানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ মানে টিকি, এবং পুনরায় ব্রাহ্মনরাই দেবতায় রূপান্তরিত হয়। মানুষেরা জানেই না যে শিববাবাই ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করেন। এখন তোমরা ট্রান্সফার হও। শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ। নিচে থেকে একদম আকাশে চলে যাও। আত্মাদের এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে।

মানুষ দেবীদের মন্দিরে যায় কিন্ত জানেনা জগতের অম্বা কে। তিনিও ব্রাহ্মণী। তোমরাও ব্রাহ্মণী। জগতের অম্বা আছেন, জগতের পিতাও আছেন। যে যার পূজারী সে তার মন্দির নির্মাণ করবে। কিছুই জ্ঞান নেই যে জগতের অম্বা কে। তিনি হলেন জ্ঞান- জ্ঞানেশ্বরী যিনি পুনরায় রাজ্ -রাজেশ্বরী হন। দেবীদের খুব পুজো করা হয়। সত্য যুগে লক্ষী -নারায়ণ,ত্রেতা যুগে রাম - সীতা। বাকি সবই এই সময়কার ছবি। অনেক ছবি আছে। অনেক মন্দির বানানো হয়েছে। তোমরা জানো, ব্রহ্মা-সরস্বতী হলেন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী। লক্ষ্মীকে ব্রাহ্মণী বলা হবে না ,উনি দেবতা। যখন ব্রাহ্মণী থাকেন তখন ২১ জন্মের জন্য মনোস্কামনা পূর্ণ করেন। যখন লক্ষ্মী হন গ্রেড কমে যায়। এখন তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। তোমাদের গ্রেড উঁচু। এইসব কথা কোনো মানুষ বুঝতে পারবে না। তোমরা হলে ব্রাহ্মণের কুলভূষণ। এখন তোমরা ঈশ্বরের হয়েছো,পূনরায় দেবতা কূলে যাবে। এই সঙ্গম যুগ কল্যাণকারী। বাবা ভারতকে স্বর্গ বানান। ভারতই প্রাচীন কালে স্বর্গ ছিল কিন্ত কারোর বুদ্ধিতে এই সত্যটা আসেনা। যদি ভারতবাসীরা জানতে পারেন তো খুব খুশি হবেন এই জেনে যে আমরা স্বর্গের অধিকারী ছিলাম। কেউ মারা গেলে বলে স্বর্গে গেছে। হেভেনলি গডফাদারই হেভেন রচনা করেন। মূলবতন তো আছেই ,তার জন্য স্থাপনা শব্দটি প্রযোজ্য নয়। স্থাপনা তো ধর্মের হয়। সেথা আত্মাদের ঘর যা এখন ফাঁকা আছে এরপর এক-এক করে ক্রমানুসারে যাবে। অন্যদের বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের এই সত্য বোধগম্য হতে হবে। ধর্ম স্থাপনার জন্য যে বাচ্চারা আসে তারা সতো,রজ এবং তমোগুণে আসে। তোমাদের এবার উপরে যেতে হবে। তোমাদের এখন বৃদ্ধির কলা। তোমরা হলে রুহানী ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী। ওরা হলো কুখ (গর্ভজাত) বংশাবলী। শরীরী ব্রাহ্মণ। এরা শরীরেরই তীর্থ করায়। পাঁচালী শোনায়। তোমরা ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টির আদি,মধ্য ও অন্তের রহস্য উন্মোচন করো। যারা লৌকিক ব্রাহ্মণ তারাও এখানে আসে - তারা যখন জানতে পারে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ এখানেই , তখন তারা বুঝতে পারে এতদিন তারা মিথ্যা প্রবচন শুনিয়ে আসছে। তাদের আস্তিনে কুকর্ম আছে আর তোমাদের বুদ্ধিতে আছে জ্ঞান। তারা তোমাদের শাস্ত্র পড়িয়ে শোনায় আর তোমাদের বুদ্ধি জ্ঞানপূর্ণ। যেমন কিনা বাবার বুদ্ধি। বাবা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ,বীজরূপ এবং নিরাকারও। তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা এই জ্ঞান ধারণ করতে হবে। জ্ঞান শক্ত তো নয় কিন্ত তোমাদের মন দিতে হবে। এমন নয় যে গৃহত্যাগ ইত্যাদি করতে হবে। শেষে এটাই কারণ হয়ে দাঁড়ায় মনে করো মেয়েটি বিয়ে করতে চায় না, পিতার হাতে নিগৃহীত হয় কিন্ত বাচ্চা মেয়ে কোথাও পালাতেও পারে না। যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে এখানে আশ্রয় নিতে পারে। গীত আছে "আমি তোমার শরণার্থী", কেননা রাবণের রাজ্য দুঃখে পরিপূর্ণ। এখানে এসে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়। মনে করো কাউকে তার স্বামী নিপীড়ন করে ,সে ভাবে বাবার শরণে আসবে ,কিন্ত ঘর - পরিবার ত্যাগ করা বাচ্চাদের খেলা নয়। পরিশ্রমের প্রয়োজন। অনেক সন্ন্যাসী সন্ন্যাস নেওয়ার পরও আত্মীয় -মিত্র ও পরিজনকে ভুলতে পারে না। কেউ কেউ ফিরেও আসে। সন্ন্যাস পরিশ্রম সাধ্য। ব্রহ্মতত্ব দ্বারা যোগযুক্ত হওয়া যায়না। তোমরা এখানে এসে জানতে পারো পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো সম্পর্কের বিষয়ে। দেহ সমেত সবকিছুই একদিন ত্যাগ করতে হয়। তাই পুরানো দুনিয়ার প্রতি তোমাদের

বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। পুরানো শরীরের প্রতিও তোমাদের বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় l এটা হলো অলৌকিক (বেহদের) বৈরাগ্য এবং ওদের হলো হদের রজোগুণী বৈরাগ্য l এ হলো বেহদের সতোপ্রধান বৈরাগ্য। সংসার ত্যাগ করে না। তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার পুরুষার্থ করছো l ওরা মোটেই জানেনা যে নতুন দুনিয়ায় সুখ ভোগ করতে যাওয়া হয় l এই সুখ তোমাদের জন্য। ওদের হলো রজ প্রধান সন্ন্যাস l তোমাদের হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস। বাচ্চাদের সতোপ্রধান হতে হবে। যোগের দ্বারা খাদ ভস্ম হয়ে যায় তাই একে যোগাগ্নি বলা হয় l স্মরণ অগ্নি এই কথাটি শোভা দেয় না। যোগ অগ্নি বলা হয়, যার দ্বারা বিকর্ম ভস্ম হয়। এটি খুব সরল ব্যাপার। কিন্ত মাঝে -মাঝেই বলে বাবা আমরা ভুলে যাই। বাবা বলেন, বাচ্চারা দেহী - অভিমানী হও। সত্য যুগ থেকে ত্রেতা যুগ পর্যন্ত তোমরা আত্ম - অভিমানী থাকো। তোমরা অর্ধেক কল্প আত্ম - অভিমানী এবং অর্ধেক কল্প দেহী - অভিমানী থাকো। সেই জন্য এখন আত্ম - অভিমানী হতে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় l সত্য যুগে এই বোধ থাকে। আমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করে থাকি।

সাপের দৃষ্টান্ত ---এটি তোমাদের জন্য। সন্ন্যাসীরা জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি মিলিয়ে দিতে চায়। ওরা জানেনা যে আমাদেরকে পুনরায় এসে নুতন বস্ত্র গ্রহণ করতে হবে। তোমরা জানো এই বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করে নতুন গ্রহণ করবে। পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে। কচ্ছপের দৃষ্টান্তও তোমাদের জন্য। কর্মে নিযুক্ত থেকেও প্রতি মুহূর্ত পরামপিতাকে স্মরণ করতে থাকো। পিতাই সদ্গতি দাতা l শিববাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ সদগতি দাতা নেই। তোমরা বাচ্চারা সকলেই শিববাবার সন্তান আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান। প্রথমে হয় ব্রাহ্মণ এবং পরে ক্রমশ সৃষ্টি বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এটি বিভিন্ন ধর্মের ঝাড়। প্রথমে দেবী -দেবতা ধর্ম, তারপর ইসলামী, তারপর বৌদ্ধ, তারপর আরো বৃদ্ধি হয়। শাখা -প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। যখন নুতন শাখা উৎপন্ন হয় তার মহিমা গান হয়। তারপর শক্তি ক্ষরণ হতে থাকে। তোমরা অত্যন্ত শক্তিশালী তাই বিশ্বের স্বামী হও। ওখানে কেউ মিনিস্টার আদি হয় না, রাজারই হুকুম চলে। দ্বাপর থেকে মন্ত্রী হয়। এখন তো আর রাজা -রানী নেই। এই নাটক আগেই রচিত। ভারত স্বর্গ ছিল। এখন নরক। নরকও আগে সতোপ্রধান ছিল আর এখন নরক তমোপ্রধান। .যাকে মহানরক বলে। বাবা বলেন আমাকে কত পরিশ্রম করতে হয় l কত সিক্ত ভাবনা থাকে। যেন কোনো বাচ্চা মেয়েরা গুন্ডাদের দ্বারা নিগ্রহীত না হয়। দুনিয়া ভীষণ নোংরা। সেন্টারে নোংরা লোকেরা এসে যায়। নাম ও রূপের ফাঁদে পরে যায়। যজ্ঞ নানা রকম ভাবে বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়। মায়াও নানা প্রকারে বিঘ্ন উৎপন্ন করে। অনেক ধাক্কা খায় পূনরায় পিতাকে স্মরণ করতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে। ভয় পাবে না। অনেকে ফাঁকি দেয়। কতদিন ধরে পালন নিতে থাকে তারপর বিবাহ করে কোথায় চলে যায়। আশ্চর্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই নাটকের ভাবি অংশ বলে চুপ করে যান। যারা সার্ভিসে নিযুক্ত থাকে তাদের খুশির সীমা থাকে না। আচ্ছা l

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমাদের সকলকে মাতা -পিতা ,পরমপিতা ও বাবার স্মরণ, ভালোবাসা ও গুডমর্নিং। অলৌকিক পিতা তাঁর অলৌকিক বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) পিতার শরনার্থী হওয়ার জন্য বুদ্ধির দ্বারা বেহদের সন্ন্যাস নিতে হবে। পুরানো দেহ এবং পুরানো দুনিয়া বিস্মৃত হয়ে আত্মাভিমানী থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

২) আমরা ব্রাহ্মণেরা সকলের মনোস্কামনা পূর্ণ করতে চলেছি - এই ভাবনার নেশাতে থাকতে হবে।

বরদান -- প্রকাশ-স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা ব্যর্থ বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে থাকার জন্য তীব্র পুরুষার্থী হও।

যাদের নিজেদের প্রকাশ স্বরূপের স্মৃতি থাকে তারা ব্যর্থ সময়, ব্যর্থ সঙ্গ ও ব্যর্থ পরিবেশকে সহজেই পরিবর্তিত করে ডাবল লাইট থাকে। সাথে-সাথেই ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সেবার ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত এবং হালকা থাকে। তাদের পুরানো সংসার এবং সম্পর্কের

সাথে কোনোরূপ সম্বন্ধ থাকে না। কোনো দেহধারী ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তাদের আকর্ষণ থাকতেই পারে না। এইরূপ তীব্র পুরুষার্থী বাচ্চারা সহজেই দেবদূতের মতন স্থিতি প্রাপ্ত করে নেয়।

স্লোগান - চিন্তাহীন রাজা (বেফিকর বাদশা) হতে হলে তন - মন ও ধন প্রভুকে সমর্পণ করে দাও।